অনুশীলন বই

বাংলা

পঞ্চম শ্রেণি

অনুশীলন বই

বাংলা

পঞ্চম শ্রেণি

আমার ছবি

আমার পরিচয়

আমার নাম	:	....
শ্রেণি	:	....
রোল নম্বর	:	....
শাখা	:	....
দল	:	....

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২

সার্বিক পরিকল্পনা
বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রজেক্ট
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহায়তায়
বিশ্বব্যাংক, জিপিই, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
এক্সপ্রেশনস লিমিটেড

মুদ্রণে
ইন্টারগ্রাফিক লিমিটেড

অনুশীলন বই ব্যবহারের নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই এই অনুশীলন বইটি তৈরি করা হয়েছে। এই অনুশীলন বইয়ে ৮টি বিষয়বস্তু আছে। এই বিষয়বস্তু বা পাঠগুলো ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকেই নেওয়া হয়েছে। পাঠগুলোকে কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সহজ শব্দে বিষয়বস্তুকে সাজানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের সুযোগও রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের সহায়ক কাজের মতো করে অনুশীলন কাজ রাখা হয়েছে। যেমন – পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া, শব্দের সাথে অর্থের মিল করা, প্রশ্নের উত্তর লেখা ও পড়া, অনুচ্ছেদ লেখা, এককথায় প্রকাশ, শব্দ ও বাক্যের খেলা, সংলাপধর্মী সহজ পাঠ পড়া এবং সূত্র ধরে রচনা লেখা। এর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ নিয়ে শিখতে পারে এবং শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই অনুশীলন বইটি ব্যবহারের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবেন –

- অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীকে দেওয়ার আগে অভিভাবককে অবহিত করবেন;
- শ্রেণিতে যে বিষয়বস্তু (গল্প, কবিতা ইত্যাদি) পড়ানো হচ্ছে তার সাথে মিল রেখে অনুশীলন বইয়ে দেওয়া কাজ শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দিবেন;
- অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীকে দিয়ে কোন দিনে, কোন সময়, কাজের কতটুকু অংশ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে অভিভাবককেও এ বিষয়টি জানানোর জন্য শিক্ষার্থীকে বলে দিবেন;
- শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কাজটি করতে উৎসাহ প্রদান করবেন;
- বাড়িতে কাজটি করার বিষয়ে অভিভাবকগণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষক সময়মতো শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তার কাজটি দেখে যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। দরকার হলে পুনরায় কাজটি করার জন্য উৎসাহ দিবেন;
- কাজটি করার পর শিক্ষার্থীকে ওই কাজ অভিভাবককে দেখাতে নির্দেশনা দিবেন;
- যদি কোনো শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমান শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণে তার জন্য অসুবিধা হয়, তাহলে শিক্ষক তাকে ঐ পাঠের সাথে মিল রেখে পূর্ববর্তী শ্রেণির অনুশীলন বইয়ের কাজগুলো করতে দিবেন;
- অনুশীলন বইয়ে প্রদত্ত কাজগুলো করার জন্য পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- নিজের বাড়িতে বা বাড়ির পাশে উপরের শ্রেণিতে পড়ে এমন ছাত্র–ছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে কাজগুলো করার পরামর্শ দিবেন;
- শিক্ষার্থীকে কাজ শেষে অনুশীলন বইটি ব্যাগে রাখতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন;
- সর্বোপরি শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী যেন অনুশীলন বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	এই দেশ এই মানুষ	১
২.	সংকল্প	৭
৩.	হাতি আর শেয়ালের গল্প	১০
৪.	ফেব্রুয়ারির গান	১৪
৫.	অবাক জলপান	২১
৬.	ভাবুক ছেলেটি	২৫
৭.	দেখে এলাম নায়াগ্রা	২৮
৮.	ঘাসফুল	৩৭

এই দেশ এই মানুষ

নিচের অংশটি ভালো করে পড়ি।

"সার্থক জনম আমার মাগো জন্মেছি এই দেশে।" কবির এ কথার অর্থ আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এ রকম খুব কম দেশেই আছে। আবার আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।

১. উপরের অংশটির মূলকথা পড়ি।

আমরা খুব ভাগ্যবান। কারণ আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা বাংলায় কথা বলি। এ জন্য আমরা বাঙালি। এ দেশে অনেক রকম মানুষ আছে। কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা। আবার রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশী। তাদের নিজস্ব ভাষাও রয়েছে। একই দেশে কত ভাষা। এরা সবাই আমাদের আপনজন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। সবাই মিলেমিশে আছি। আমরা এ দেশকে নিয়ে গর্ব করি।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
সার্থক	ধন্য
জনম	জন্ম
সৌভাগ্য	ভাগ্যবান
যুগ যুগ	বহু বছর

৩. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

সার্থক	–	______________________
জনম	–	______________________
সৌভাগ্য	–	______________________
যুগ যুগ	–	______________________

৩. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) আমরা ভাগ্যবান কেন?

উত্তর : ______________________

খ) এই দেশে কত রকমের মানুষ আছে?

উত্তর : ______________________

গ) বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে?

উত্তর : ______

ঘ) এ দেশকে নিয়ে আমরা গর্ব করি কেন?

উত্তর : ______

৪. প্রিয় উৎসবে আমি কী কী করি তা নিয়ে লিখি।

পড়ি।

পোশাক–পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের। মিল আমাদের একটা জায়গায়–সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়–বা এর সমুদ্রের বেলাভূমি। এজন্য দেশের নানা প্রান্ত যেমন ঘুরে দেখা দরকার তেমনি দরকার আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র–এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনি তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমরা ভালোবাসব।

৫. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
ধাঁচ	ধরন
বেলাভূমি	সমুদ্রের তীরে বালুময় জায়গা
জননী	মা
আগলে	পাহারা দিয়ে রাখা

৬. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

ধাঁচ – ____________________

বেলাভূমি – ____________________

জননী – ____________________

আগলে – ____________________

৭. বাম পাশের ছকে বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিল করি এবং ডান দিকের ছকে শব্দের পাশে লিখি।

মিল	যাওয়া
আসা	নিরাশা
আলো	অমিল
বাঁচা	মরা
আশা	অন্ধকার

মিল –

আসা –

আলো –

বাঁচা –

আশা –

৮. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

যাওয়া – ____________________

নিরাশা – ____________________

অমিল – ____________________

মরা – ____________________

অন্ধকার – ____________________

৯. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি

ক) এ দেশের মানুষ হিসেবে আমাদের মিল কোথায়?

উত্তর : ____________________

খ) দেশকে ঘুরে দেখা দরকার কেন?

উত্তর : ____________________

গ) আমরা আত্মীয়–স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাই কেন?

উত্তর : ____________________

ঘ) দেশ আমার মায়ের মতো কেন?

উত্তর : ____________________

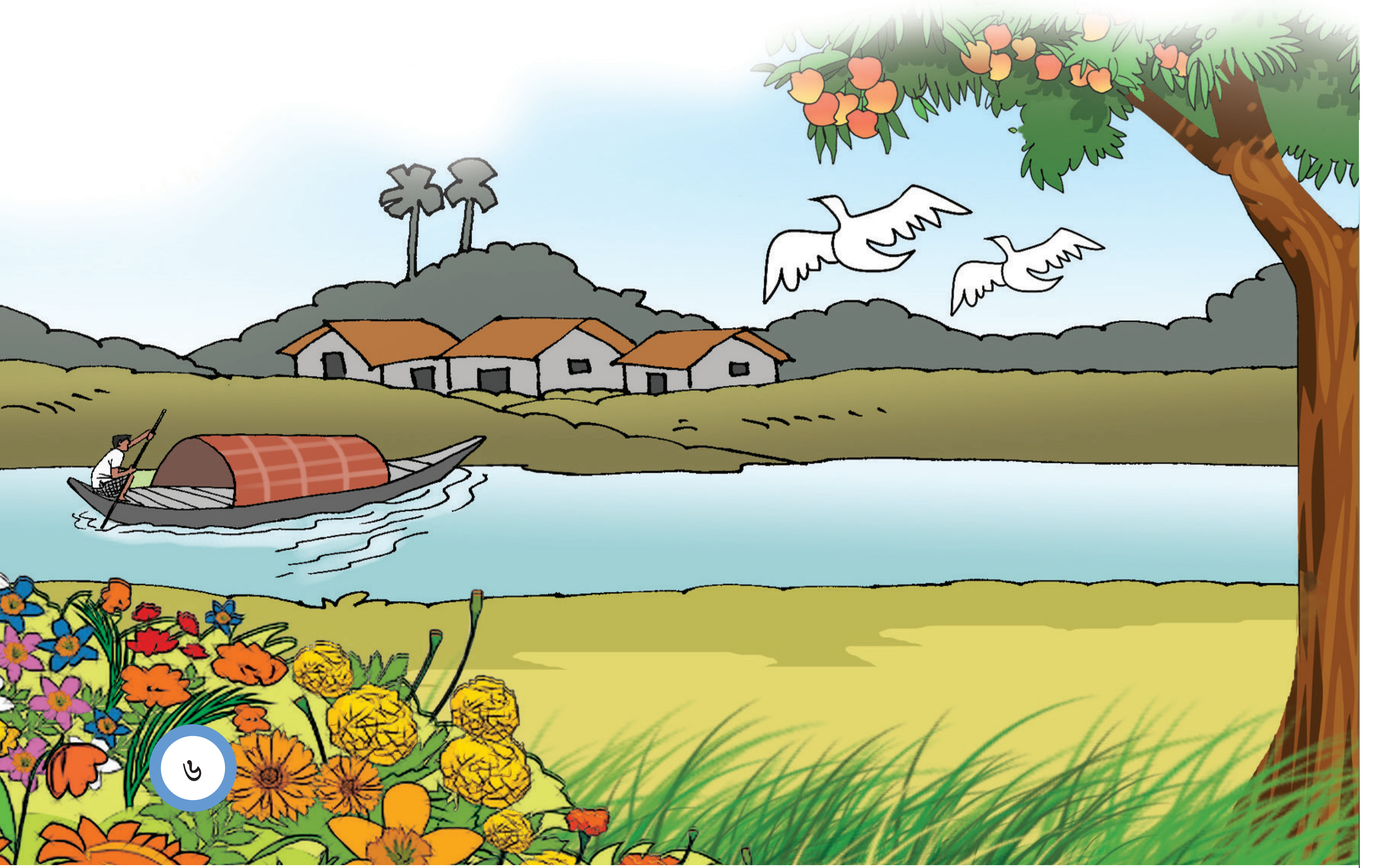

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

কবিতাটি পড়ি।

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে–
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে।
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ যন্ত্রণাকে॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিনপুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে॥
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্বজগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

(সংক্ষেপিত)

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতুহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে–সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলোর অর্থ পড়ি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
সংকল্প	প্রতিজ্ঞা	অচিনপুর	অচেনা স্থান
বরণ	সাদরে গ্রহণ	দেশান্তর	এক দেশ থেকে অন্য দেশে
ফেড়ে	ছিঁড়ে	চন্দ্রলোক	চাঁদের দেশ
বদ্ধ	বন্ধ		

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি ও পড়ি।

সংকল্প – ______________________

বরণ – ______________________

ফেড়ে – ______________________

অচিনপুর – ______________________

দেশান্তর – ______________________

বদ্ধ – ______________________

চন্দ্রলোক – ______________________

৪. এককথায় প্রকাশ করি।

এক যুগ থেকে অন্য যুগ – ______________________

এক দেশ থেকে অন্য দেশ – ______________________

চাঁদের দেশ–______________________

৫. পরের চরণটি লিখি।

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ

দেশ হতে দেশ দেশান্তরে

কিসের নেশায় কেমন করে

কিসের আশায় করছে তারা

---

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

উত্তর : ____________________

খ) চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

উত্তর : ____________________

গ) কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?

উত্তর : ____________________

ঘ) কবি বিশ্বকে কীভাবে দেখতে চান?

উত্তর : ____________________

হাতি আর শিয়ালের গল্প

পড়ি।

অনেক দিন আগের কথা। মানুষেরা তখন থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে। আস্তে আস্তে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন তাড়া খেয়ে এক হাতি বনে ঢুকে পড়ল। শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার।

বনে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। হাতিটি খুব জোরে গলা ফাটিয়ে হুঙ্কার দিতে লাগল। সমস্ত বন কেঁপে উঠল। নতুন ঝামেলা সৃষ্টি হলো বনে। হাতির ইচ্ছে বনের রাজা হবে। বাঘ, সিংহ সবাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত। কখন জানি কী হয়! হাতি বনের পশুদের নানাভাবে বিরক্ত করতে লাগল। কারো মনে আর শান্তি রইল না।

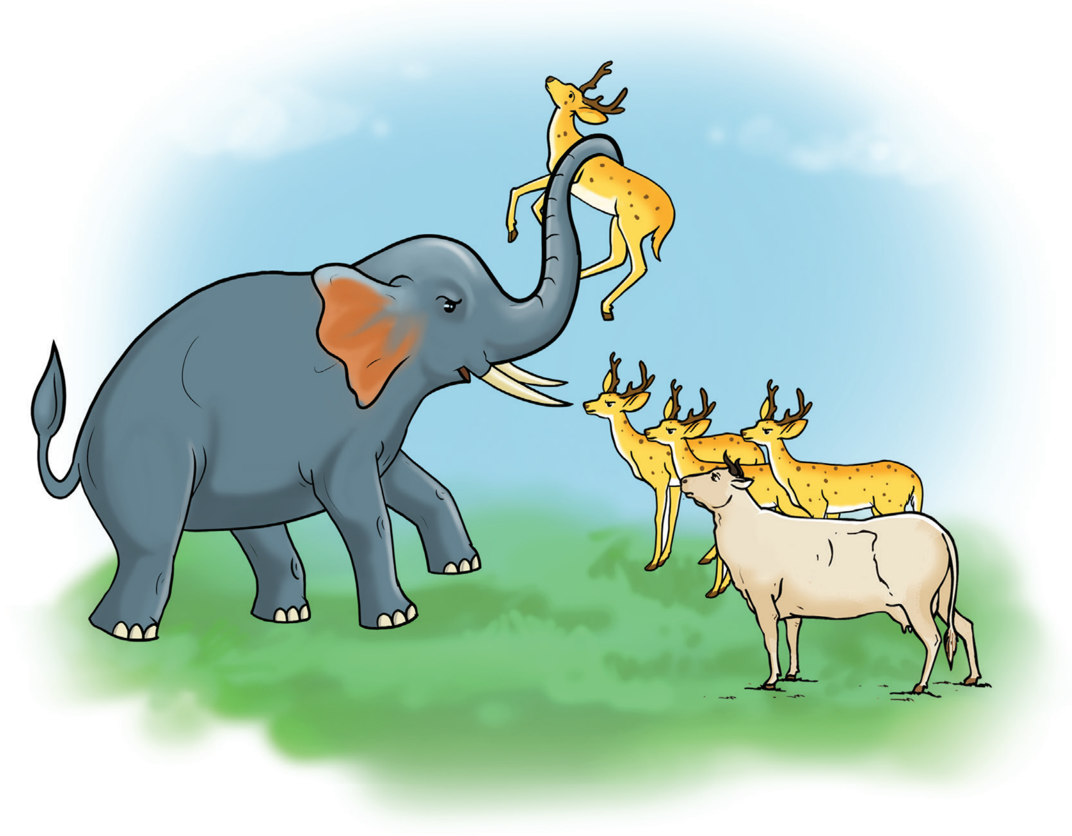

বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই একদিন শলা পরামর্শ করতে

বসল। সবাই শেয়ালের উপরেই ভার দিল। একদিন শিয়াল হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনাকে রাজা হিসেবে সবাই বরণ করে নিতে চায়। নদীর পারেই হবে এ অনুষ্ঠান। হাতি মহা খুশি। নদীর পারে হাতি এসে হাজির। শিয়াল বলল, আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আমার পিছে পিছে আসুন। শিয়াল নদীতে ঝাঁপ দিল। হাতিও নদীতে নেমে পড়ল।

হাতির ভারী শরীর তলিয়ে যেতে থাকল। হাতি বলল, শিয়াল আমাকে বাঁচাও। শিয়াল হাতিকে বলল, এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। দেখো কেমন মজা। বনের পশুরা আনন্দে নাচতে লাগল এবং সমস্বরে বলে উঠল :

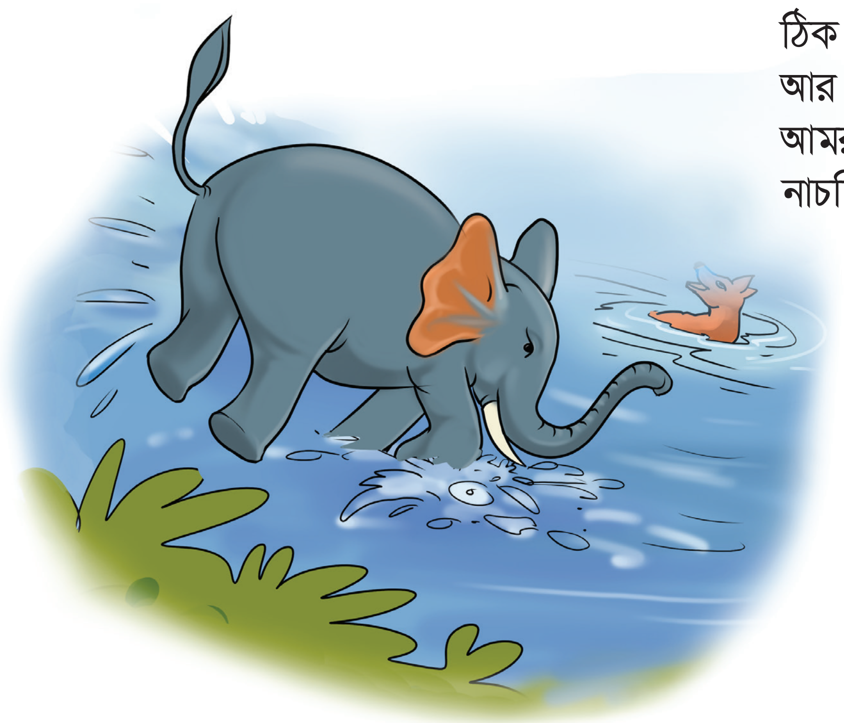

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা–ধিনতা–ধিন।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
অহংকার	নিজেকে বড় মনে করা
তটস্থ	ভয়ে চুপ করে থাকা
শঙ্কিত	ভীত
ভার দিল	দায়িত্ব দিল
আস্তানায়	থাকার জায়গা

২. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অহংকার – ______

তটস্থ – ______

শঙ্কিত – ______

ভার দিল – ______

আস্তানায় – ______

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) বনের পশুদের মধ্যে অশান্তি তৈরির কারণ কী?

উত্তর: ______

খ) হাতির কী ইচ্ছে হয়েছিল?

উত্তর: ______

গ) বনের পশুরা শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

উত্তর: ______

ঘ) শিয়াল কীভাবে হাতিকে শাস্তি দিল?

উত্তর: ______

ঙ) এই গল্প থেকে তুমি কী শিখলে?

উত্তর: ______

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই এবং এগুলো ব্যবহার করে দুইটি করে শব্দ লিখি।

সুন্দর	–	ন্দ	আনন্দ, ছন্দ
আচ্ছা	–	চ্ছ	
শক্তি	–	ক্ত	
ভারিক্কি	–	ক্ক	
গুরুগম্ভীর	–	ম্ভ	

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি

শীতের রাত। কম্বল গায়ে দিয়ে আনন্দ শুয়ে আছে। আনন্দ খুব শান্ত। কিন্তু আজ তার মন খারাপ। তার সঙ্গে তুচ্ছ কারণে রিক্তার ঝগড়া হয়েছে। রিক্তা তার ছোট বোন। আনন্দ রিক্তাকে উচ্ছে বলে ডেকেছে। রিক্তা তাকে প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে। খাম্বার সাথে প্রায় ধাক্কা লাগে আর কি। সেই থেকে রাগ। রিক্তা আনন্দকে ডাক দিল, দাদা, ভাত খেতে আয়। ডাক শুনেই আনন্দের রাগ কমে যায়। দুজনেই চলে যায় খেতে।

৬. নিচের প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক) আনন্দ কী গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে?

উত্তর : ______________________________

খ) তার মন খারাপ কেন?

উত্তর : ______________________________

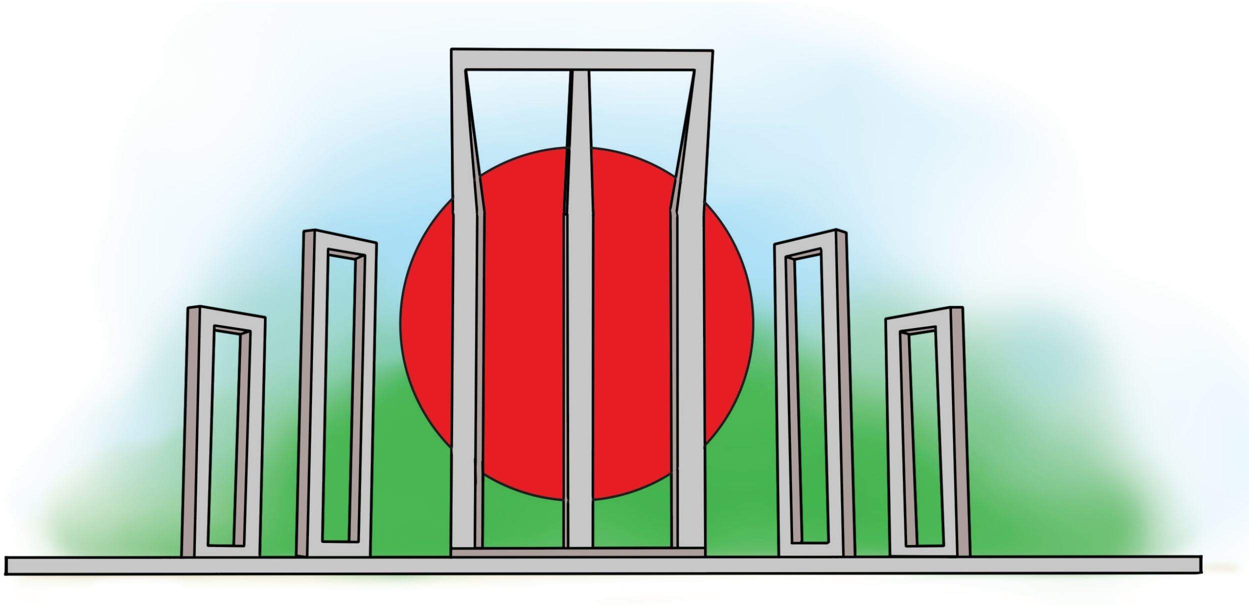

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

দোয়েল কোয়েল ময়না কোকিল
সবার আছে গান
পাখির গানে পাখির সুরে
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সাগর নদীর ঊর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে স্রোতস্বিনী
সাগর সমুদ্দুর।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
ঝরনা–প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
গ্রীষ্ম–বর্ষা–শীতে।

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
ছন্দ–সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

পাখিরা গান গায়। নদী তার স্রোত দিয়ে নিজের বেঁচে থাকার কথা সবাইকে জানায়। পাহাড় ঝরনা দিয়ে নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। আমরাও মায়ের ভাষায় কথা বলে মনে সুখ পাই। কিন্তু এই সুখ অর্জন করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এইদিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেক ছাত্র শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করেই এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
মুগ্ধ	আনন্দিত
ঊর্মি	নদী ও সাগরের ঢেউ
স্রোতস্বিনী	নদী
সমুদ্দুর	সমুদ্র
বাহার	সৌন্দর্য
স্বর্ণলতা	সোনালি রঙের বুনো লতা

৩. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মুগ্ধ – ____________________

ঊর্মি – ____________________

স্রোতস্বিনী – ____________________

সমুদ্দুর – ____________________

বাহার – ____________________

স্বর্ণলতা – ____________________

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে লিখি ও পড়ি।

ক) কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

উত্তর : ____________________

খ) পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?

উত্তর : ____________________

গ) প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

উত্তর : ____________________

ঘ) আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?

উত্তর : ____________________

ঙ) 'শহিদ ছেলের দান' হিসাবে আমরা কী পেয়েছি?

উত্তর : ____________________

৫. ঘরে দেওয়া শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখি।

আমি	বৃষ্টি	নদীতে	পড়তে	গান	ভালোবাসি	সকাল	মাছ
আছে	একটা	আজ	থেকেই	হচ্ছে	বই	গাও	তুমি

মূল্যায়ন পর্ব –১

নাম :__________ শ্রেণি :__________ রোল নং :__________ শাখা :__________

১. শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ লিখি	শব্দ	অর্থ লিখি
যুগ যুগ		অচিনপুর	
সৌভাগ্য		তটস্থ	
বেলাভূমি		শঙ্কিত	
আগলে		ঊর্মি	
দেশান্তর		সংকল্প	

২.নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

জনম – __________

সার্থক – __________

ধাঁচ – __________

চন্দ্রলোক – __________

বরণ – __________

বন্ধ __________

আস্তানা __________

অহংকার __________

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে?

উত্তর : ____________________

খ) বাংলাদেশে নিয়ে আমরা গর্ব করি কেন?

উত্তর : ____________________

গ) চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

উত্তর : ____________________

ঘ) কবি বিশ্বকে কীভাবে দেখতে চান?

উত্তর : ____________________

ঙ) বনের পশুরা শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

উত্তর : ____________________

চ) প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

উত্তর : ____________________

৪. যুক্তবর্ণগুলো ব্যবহার করে দুইটি করে শব্দ লিখি।

ন্দ	আনন্দ, ছন্দ
চ্ছ	
ক্ত	
ক্ক	
স্ত	

৫. 'সংকল্প' কবিতার প্রথম ১০ লাইন মুখস্থ লিখি।

অবাক জলপান

পাঠটি পড়ি

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?

গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না, আমি তা বলিনি –

ঝুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

ঝুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামাখা এ রকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন– আমি জল চাচ্ছিলাম–

ঝুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়– 'জলপাই' বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখারা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙ্গাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি– তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

বৃদ্ধ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না–কেবলই সাত–পাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃদ্ধ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে। সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বলবে তোমায়?

পথিক : কী জানি মশাই–জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে–

বৃদ্ধ	:	হুঁঃ–ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব –
পথিক	:	না মশাই, গুনিনি–আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই –
বৃদ্ধ	:	তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না–একেবারে অপদার্থের একশেষ।
পথিক	:	ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?
মামা	:	কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? – (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?
পথিক	:	আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি–তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।
মামা	:	কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

১. শব্দগুলোর অর্থ পড়ি ও লিখি এবং বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	অর্থ
তেষ্টা	পিপাসা
তেড়ে	রেগে এগিয়ে আসা
বরকন্দাজ	বন্দুকধারী রক্ষী
বাহাদুরি	অনেক পারে এমন ভাব

২. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

তেষ্টা – ____________________

তেড়ে – ____________________

বরকন্দাজ – ____________________

বাহাদুরি – ____________________

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক) পথিকের সাথে প্রথমে কার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : ____________________

খ) ঝুড়িওয়ালা পথিককে কী দিতে চাইল?

উত্তর : ____________________

গ) পৃথিবীর কয় ভাগ জল, কয় ভাগ স্থল?

উত্তর : ____________________

৪. নিচের সংলাপ পড়ি।

ক্রেতা : এই ভাই, কী কী সবজি তোমার কাছে আছে?

বিক্রেতা : দেখেন, অনেক রকমের সবজিই তো আছে।

ক্রেতা : সবজিগুলো টাটকা তো?

বিক্রেতা : সবগুলো টাটকা এবং নিজের খেতের। গোবর সার ছাড়া অন্য কিছুই দিই নাই।

ক্রেতা : মনে কিছু করো না। সবজির জন্য সার দিতে হবে ঠিকই; কিন্তু বেশি সারের সবজি খাওয়া মানে তো বিষ খাওয়া।

বিক্রেতা : দেখেন সত্যি বলি। আমারও তো পোলাপান আছে। তারাও স্কুলে পড়ে। তারা আমাকে বলে যে জমিতে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ভালো না।

ক্রেতা : শুনে ভালো লাগল।

৫. উপরের সংলাপটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক) সবজি বিক্রেতার কাছে আছে এমন তিনটি সবজির নাম লিখি?

উত্তর : ____________________

খ) জমিতে বেশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার ভালো নয় কেন?

উত্তর : ____________________

ভাবুক ছেলেটি

নিচের গল্পটি পড়ি

ছেলেটি গাছ–গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ–বৃষ্টি নিয়ে ভাবে। গাছ ভেঙে গেলে মনে কষ্ট পায়। এমন অনেক কিছুই নিয়ে ভাবে ছেলেটি। স্কুল, কলেজ পাস করে বিলেতে যান। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ফিরে আসেন দেশে। আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। তিনি প্রমাণ করেন গাছের প্রাণ আছে। তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। যা আধুনিক যুগে তথ্যের আদান প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যান। তিনি পৃথিবীকে বিজ্ঞানের নতুন পথ দেখিয়েছেন। তিনিই হলেন আমাদের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু।

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ দাগ টেনে মিল করি।

শব্দ	অর্থ
বিস্ময়	নতুন কিছু সৃষ্টি করা
পর্যবেক্ষণ	এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তির প্রবাহ
আবিষ্কার	অবাক করা এমন কিছু
তরঙ্গ	মনোযোগের সাথে দেখা

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি এবং লিখি।

বিস্ময় – ____________________

পর্যবেক্ষণ – ____________________

আবিষ্কার – ____________________

তরঙ্গ – ____________________

৩. গল্পটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) জগদীশ চন্দ্র বসু ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন?

উত্তর : ____________________

খ) তিনি কী কী আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ____________________

গ) তিনি বিদেশে পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফিরে এলেন কেন?

উত্তর : ____________________

৪. পাঠ্যপুস্তকের "ভাবুক ছেলেটি" পড়ি ও বাম পাশের ঘরে দেওয়া তথ্য সম্পর্কে ডান পাশের ঘরে লিখি।

জন্মসাল ও জন্মস্থান	
ছোটবেলার ভাবনা	
লেখাপড়া	
আবিষ্কার	
মৃত্যুসাল ও স্থান	

৫. নিজের সম্পর্কে লিখি।

আমার নাম :____________________

বিদ্যালয় :____________________

যে শ্রেণিতে পড়ি :__________ আমার রোল :__________

আমি কী কী কাজ করি :____________________

আমি কী কী খাবার পছন্দ করি :____________________

আমার শখ :____________________

দেখে এলাম নায়াগ্রা

পড়ি।

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল–সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।

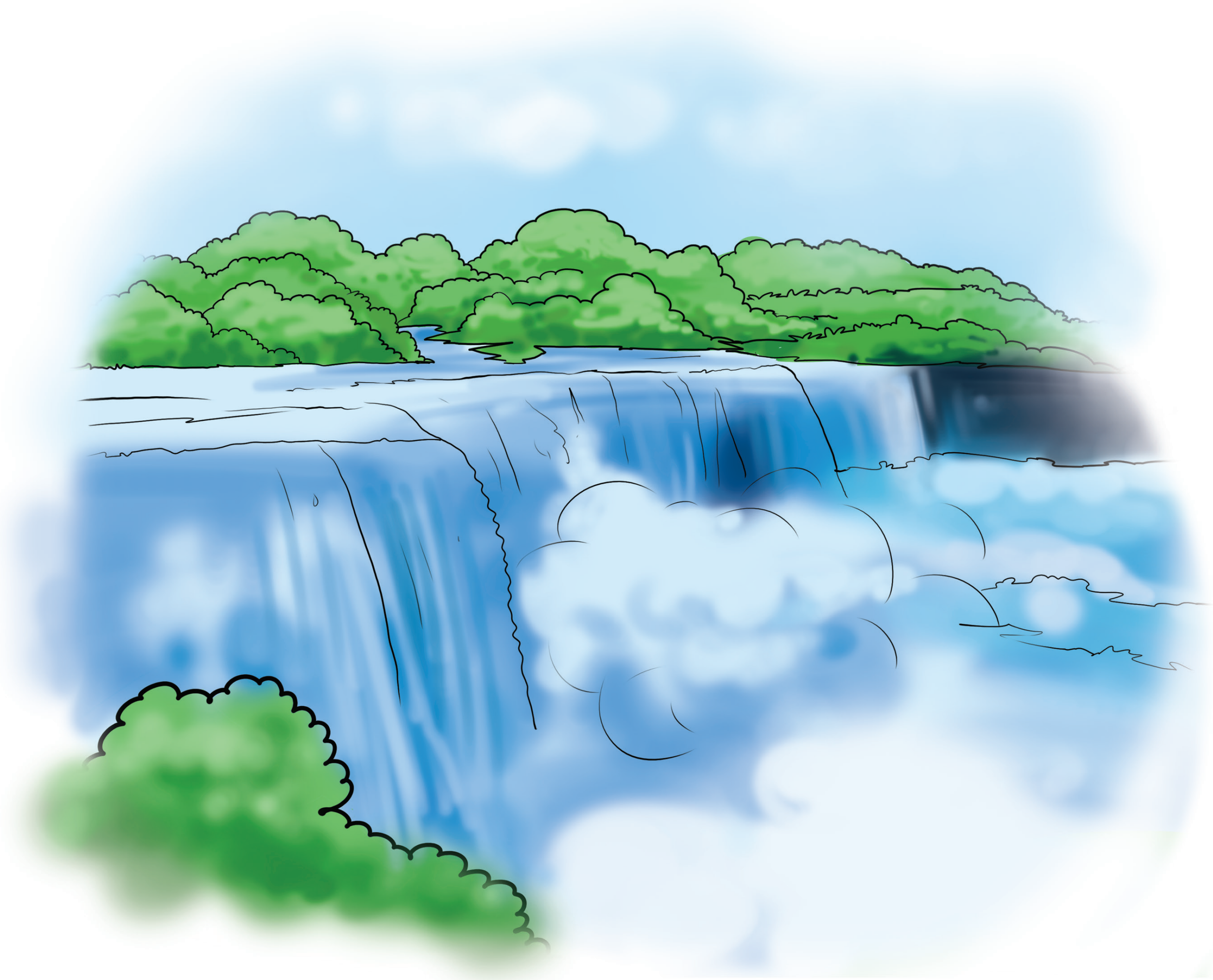

তাই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াগ্রা দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়াগ্রা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখি নি। শুধু জেনে এসেছি, ঝরনার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। ঝরনা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়– এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না–ই পড়ে, তা হলে ঝরনাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছেটা কোথায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝরনার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না– একি কখনো সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভেতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়? নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
সৌভাগ্য	ভালো ভাগ্য
শহর	নগর
পতন	পড়ে যাওয়া
ক্রমশ	ধীরে ধীরে
দ্রুতগতি	অনেক তাড়াতাড়ি
বিচিত্র	অনেক রঙের বা জিনিসের সমাহার
সমতল	যা উঁচুনিচু নয়
খরস্রোতা	প্রবল স্রোত যার
প্রবাহিত	বয়ে যাওয়া
চওড়া	অনেক প্রশস্ত
গহ্বর	গর্ত

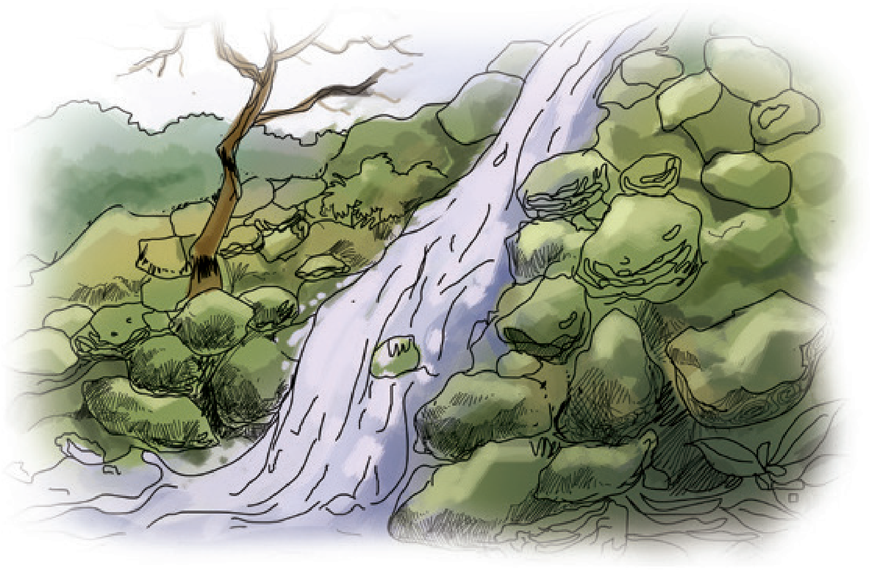

২. ঘরের ভেতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গহ্বর	পতন	জলপ্রপাত	প্রবাহিত	বিচিত্র

ক) নায়াগ্রা ভিন্ন রকমের ______________________।

খ) বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই ______________________।

গ) হোঁচট খেলে ______________________ ঠেকানো দায়।

ঘ) পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা বলি ______________________।

ঙ) নদীর ধর্ম ______________________হয়ে চলা।

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সৌভাগ্য – ____

শহর – ____

মজলিস – ____

ক্রমশ – ____

দ্রুতগতি – ____

সমতল – ____

খরস্রোতা – ____

চওড়া – ____

৪. একই অর্থ বোঝায় এ রকম কয়েকটি শব্দ শিখি।

শব্দ	একই অর্থ	শব্দ	একই অর্থ
শহর	নগর	পৃথিবী	ধরা, বসুন্ধরা, জগৎ
মজলিস	আসর	বিশাল	বৃহৎ
বন্ধু	মিত্র	চওড়া	প্রশস্ত
জায়গা	স্থান	ভিন্ন	আলাদা
ভূমি	জমি	গহ্বর	গর্ত
তফাত	পার্থক্য	মাটি	মৃত্তিকা

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

জলপ্রপাত	–	পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
মজলিস	–	গল্প-গুজব করার আসর।
জলের ধর্ম	–	জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
বিশ্ব-ভূমণ্ডল	–	জগৎ, দুনিয়া।

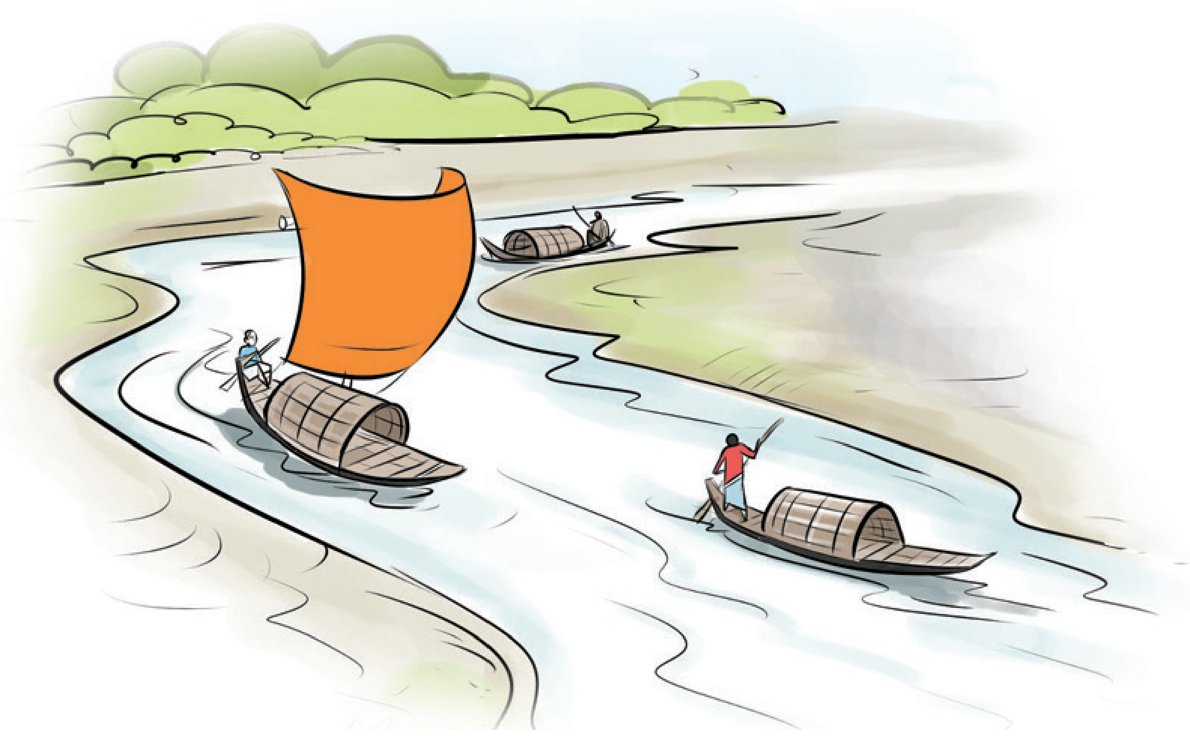

৬. এককথায় লিখি।

উঁচুনিচু নয় যা – ____________________

গল্প–গুজব করার আসর – ____________________

বয়ে চলা – ____________________

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
সৌভাগ্য	দুর্ভাগ্য	সোজা	বাঁকা
বিদেশ	স্বদেশ	সম্ভব	অসম্ভব
শহর	গ্রাম	বিচিত্র	বৈচিত্র্যহীন
রাজি	গররাজি	চওড়া	সংকীর্ণ
বন্ধু	শত্রু		

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য লিখি
দিবা	রাত্র	রাত্রে শিশির পড়ে।
বিচিত্র		
চওড়া		
সম্ভব		
রাজি		
সৌভাগ্য		

৯. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
দাঁড়ি	।
সেমিকোলন	;
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিস্ময়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

১০. এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই।

কিন্তু বিশ্ব ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি

১১. নিচের বাক্যগুলো হতে প্রশ্ন তৈরি করি (কি, কেন, কোথায়, কীভাবে ব্যবহার করে)।

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল- সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোন দিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

ক)

খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

১১. নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর লিখি।

ক) পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : ____________________

খ) নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : ____________________

গ) নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : ____________________

ঘ) নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : ____________________

ঙ) আমার দেখা সবচেয়ে পছন্দের স্থান সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখি।

উত্তর : ____________________

____

____

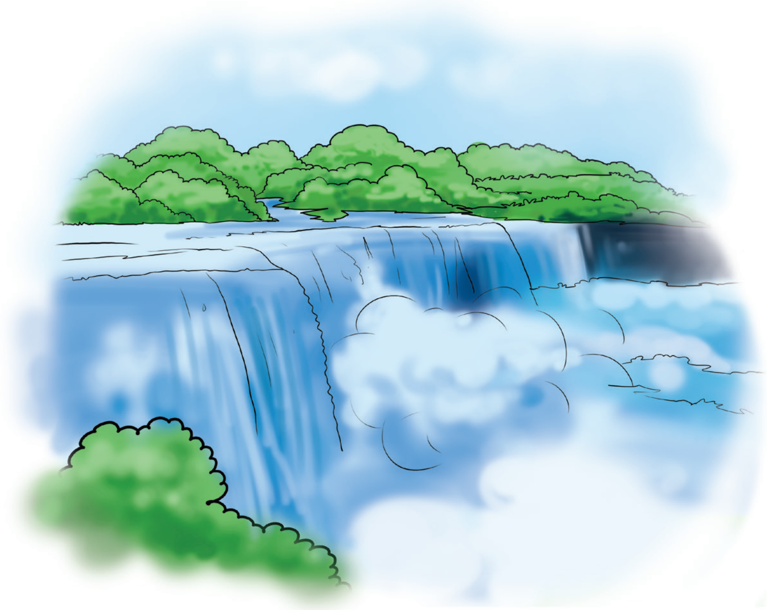

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই।

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারো নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ্য। যেমন নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে 'নদী' বিশেষ্য পদ। আবার এমন শব্দ আছে, যা দিয়ে বিশেষ্য শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন– মুনা দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে 'দ্রুত বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ আলাদা করি ।

গাছ	ভাত	শুকনো	নদী	দরজা	গরম	গভীর	দ্রুত

বিশেষ্য	বিশেষণ
নদী	গরম

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা।
শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।
ধরার বুকে স্নেহ–কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি–
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ তাদের কষ্ট যেন না দেয়– সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
কিরণ	আলো
ধরা	পৃথিবী
নাড়ি	দোলানো
রূপকথা	এমন গল্প যা কল্পনা করে লেখা হয়

২. ঘরের ভেতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কিরণ	ঘাস	দোলাই	রূপকথা

ক) ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে ______________ মাথা।

খ) সকালে সূর্যের ______________ ততটা বেশি হয় না।

গ) ধরার বুকে স্নেহ–কণাগুলি ______________ হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ) ______________বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

উত্তর : ______________________________

খ) ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

উত্তর : ______________________________

গ) ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

উত্তর : ____________________

ঘ) ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

উত্তর : ____________________

৪। আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম	
ফুলটির বিভিন্ন অংশ	
কোন ঋতুতে ফোটে	
ফুলটি কেন প্রিয়	
ফুলটি কী কাজে ব্যবহার করা হয়	
ফুলটি কোন কোন সময় ব্যবহার করা হয়	

মূল্যায়ন পর্ব –২

নাম : ________________ শ্রেণি : ____________ রোল নং : __________ শাখা : ____________

১. শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ লিখি	শব্দ	অর্থ লিখি
তেষ্টা		গহ্বর	
বরকন্দাজ		কিরণ	
ক্রমশ		ধরা	
পতন		নাড়ি	
বিচিত্র		তেড়ে	

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিস্ময় – ____

পর্যবেক্ষণ ____

আবিষ্কার ____

তরঙ্গ ____

জলপ্রপাত ____

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) পথিকের সাথে প্রথমে কার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : ____________________

খ) পৃথিবীর কয় ভাগ জল, কয় ভাগ স্থল?

উত্তর : ____________________

গ) জগদীশ চন্দ্র বসু ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন?

উত্তর : ____________________

ঘ) জগদীশ চন্দ্র বসু কী কী আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ____________________

ঙ) নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : ____________________

চ) নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : ____________________

ছ) নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : ____________________

জ) ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

উত্তর : ____________________

৪. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই।

ক) তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ

খ) জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল

গ) নিজের দেশে নয় বিদেশের মাটিতে

ঘ) কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াগ্রা দেখতেই যেতে হবে কেন

ঙ) এখন অন্য কথায় আসি

৫. একই অর্থ বোঝায় এ রকম একটি করে শব্দ লিখি।

শব্দ	একই অর্থ
শহর	
মজলিস	
বন্ধু	
জায়গা	
ভূমি	

৬.‘ঘাসফুল’ কবিতার প্রথম ৭ লাইন লিখি।

অনুশীলন বই

বাংলা

পঞ্চম শ্রেণি

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (CSSR) প্রজেক্ট

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
GPE Transforming Education
THE WORLD BANK IBRD • IDA
unicef সকল শিশুর জন্য